সংবাদ

31 MAY 2017

মাধ্যমিক শিক্ষা জাতীয়করণ ও কিছুকথা

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। বর্তমানে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় দুটি ধারা প্রচলিত, যার একটি সরকারি অপরটি বেসরকারি। বাংলাদেশের ৯৫ শতাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বেসরকারি তথা এমপিওভুক্ত। একই যোগ্যতা ও অভিন্ন সিলেবাস হওয়া সত্ত্বেও এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীরা আজ বিরাট বৈষম্যের শিকার। যার বাস্তব উদাহরণ হলো বৈশাখী ভাতা ও ৫ শতাংশ হারে বার্ষিক প্রবৃদ্ধি না পাওয়া। এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বাড়িভাড়া এক হাজার টাকা ও চিকিৎসাভাতা মাত্র পাঁচশ' টাকা, যা বর্তমান যুগ অনুযায়ী একেবারেই বেমানান। যদিও এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারী সরকারি স্কেলে বেতন পান। আমাদের পাশের দেশ ভারতের সবধরনের শিক্ষাব্যবস্থা সরকারি। দেশ স্বাধীনের পর ১৯৭২সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণ করেন। কয়েক দশক পর তারই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের সব বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় কয়েকটি ধাপে জাতীয়করণ করেন। যার ফলে প্রাথমিক শিক্ষায় অনেক পরিবর্তন এসেছে। এখন সময় হয়েছে মাধ্যমিক শিক্ষা জাতীয়করণ করার। কিছু শিক্ষাবিশেষজ্ঞের মতে, মাধ্যমিক শিক্ষা জাতীয়করণ করলে শিক্ষার মান কমে যাবে। ধারণাটি একেবারেই ঠিক নয়। কারণ প্রাথমিক শিক্ষা ঢালাওভাবে জাতীয়করণ করার ফলে প্রাথমিক শিক্ষার মান কমেনি; বরং বেড়েছে। সাবেক শিক্ষাসচিব নজরুল ইসলাম খান তার বিদায়ের কিছু আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে মাধ্যমিক শিক্ষা জাতীয়করণ করার পক্ষে মত দেন। তিনি বলেছিলেন, মাধ্যমিক শিক্ষা জাতীয়করণ করার জন্য এক হাজার কোটি টাকা প্রয়োজন। প্রথম বছরে একটু সমস্যা হলেও পরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সব আয় রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা পড়লে আর কোন সমস্যা হবে না। মাধ্যমিক স্তর জাতীয়করণ হলে শিক্ষাব্যবস্থায় আর কোন বৈষম্য থাকবে না। এর ফলে শিক্ষকদের প্রাইভেট ও কোচিং বাণিজ্য অনেকাংশে হ্রাস পাবে।

অতএব, বর্তমান শিক্ষাবান্ধব সরকারের কাছে আমাদের প্রত্যাশা আগামী ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে মাধ্যমিক শিক্ষা জাতীয়করণের জন্য পর্যাপ্ত টাকা বরাদ্দ করার বিষয়টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সদয় বিবেচনার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

মো: মোশতাক মেহেদী
সহকারী শিক্ষক,
বুজরুক বাঁখই মাধ্যমিক বিদ্যালয়,
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং..............................
তারিখ..............................
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/অবগতির
স্বাক্ষর